দামুড়হুদায় খামারিদের মন জয় করলেন উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা

করোনা কালীন দেশের অনেক দফতরে সাধারণ মানুষ যখন তাদের প্রকৃত সেবা পেতে হিমশিম খাচ্ছেন, সেখানে একেবারে ব্যাতিক্রমধর্মী চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন।

করোনার সময়েও তিনি দর্শনা পশু হাসপাতালে রুটিন মাফিক বসে একেবারে অফিস টাইম পর্যন্ত নিয়মিত চিকিৎসা দিচ্ছেন। গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষের চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি তিনি নিয়মিত এসব খামারি ও হাঁস, মুরগীর খামারিদের খোঁজ খবর নিচ্ছেন। তাদের খামারে ছুটে যাচ্ছেন। খামারিদের কাছে সমস্যার কথা শুনে তার সমাধাণের পথ বাতলে দিচ্ছেন।

ইতোমধ্যই তিনি দর্শনাসহ দামুড়হুদা উপজেলার খামারিদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। রোদ, ঝড়, বৃষ্টি উপেক্ষা করে তিনি প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছেন বিভিন্ন খামারে। ছোট ছোট খামারিরা এতে করে আরও উৎসাহিত হচ্ছেন।

কয়েকজন খামারি ও পশু হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা সাধারণ মানুষের সাথে কথা বললে তারা বলেন দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা খুবই আন্তরিক ও নিজ দায়িত্বের প্রতি অবিচল একজন অফিসার। করোনাকালীন দর্শনাতে তিনি যেভাবে অফিস করে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী দেখছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার।

তাকে একজন করোনাকালীন প্রথম সারির সম্মুখ যোদ্ধা বললেও কোন অংশে কম হবেনা। উপজেলাবাসির হৃদয়ে ইতোমধ্যেই জায়গা করে নিয়েছেন দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন।

[gay pornstar]

কর্মকর্তা আরএম সেলিম শাহনেওয়াজ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট রাশেদুল ইসলাম জুয়েল। সফটওয়্যার লটারি কার্যক্রম পরিচালনা করেন এও রাকিব হাসান। প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে এ মাসে ১ হাজার ২ শত ১ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হবে।

সফটওয়্যার লটারিতে কাথুলী ইউনিয়নে ৯৬১ জনের মধ্যে ৪২ জন, তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নে ৬৮৮ জনের মধ্যে ৩৮ জন, কাজীপুর ইউনিয়নে ৭২৮ জনের মধ্যে ৩৬ জন, বামন্দি ইউনিয়নে ৯০২ জনের মধ্যে ৪১ জন, মটমুড়া ইউনিয়নে ৯১৭ জনের মধ্যে ৪১ জন, ষোলটাকা ইউনিয়নে ১,০৩৭ জনের মধ্যে ৩৭ জন, সাহারবাটি ইউনিয়নে ৬৩৫ জনের মধ্যে ৪১ জন, ধানখোলা ইউনিয়নে ১,২৮১ জনের মধ্যে ৫৪ জন, রায়পুর ইউনিয়নে ১,২২৯ জনের মধ্যে ৪২ জন এবং পৌরসভায় ১,০৪৫ জনের মধ্যে ৩৩ জনকে নির্বাচিত করা হয়।

এ সময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কে এম শাহাবুদ্দিন, খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা আয়েশা খাতুন, খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা (ওসিএলএসডি) মতিয়ার রহমান, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলী মাহফুজুর রহমানসহ প্রকৃতঅন্যান্য দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদার গোপালপুর গ্রামে কালভার্ট মেরামতের কাজ নিজ তহবিল থেকে সহায়তা প্রদান:

আলী মুনছুর বাবু

বুধবার ১৭ জুন দামুড়হুদার জুড়ানপুর ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামে পানি বন্দি ভুক্তভোগী মানুষের খোঁজ নিতে যান। এবং চলাচলের অনুপযোগী কালভার্ট পরিদর্শন করেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের সুযোগ্য চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু।

তিনি নিজের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে কালভার্ট মেরামতের জন্য ও গরীব অসহায় পরিবারের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। এই সময় স্থানীয় এলাকার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে চাল গুজবের অবসান

চুয়াডাঙ্গা সাতগাড়ির গুদামে জব্দকৃত ১২৬৬ বস্তা চাল জব্দের ঘটনার তদন্ত শেষ হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের দুটি তদন্ত টীমই তাদের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন।

তদন্তে সাহিদুজ্জামান খোকন চাল পাচারের বিষয়ে সংশ্লিষ্টতা বা জড়িত নয় এবং আইনানুযায়ি প্রকল্প চেয়ারম্যান গণ চাল বিক্রি করেছেন বলে প্রমানিত হয়েছে।

এদিকে চাল নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দের মত বিনিময় সভায় সাংসদ সাহিদুজ্জামান খোকনের জড়িত থাকা ও তার শাস্তির দাবী অহেতুক ও দলের ভাবসুর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন অনেকেই।

গাংনীর খাদ্য গুদাম থেকে ছাড় হওয়া ১২৬৬ বস্তা চাল চুয়াডাঙ্গার সাতগাড়ি বাজারের জনৈক নজরুল ইসলামের গুদামে নিয়ে যাবার সময় প্রশাসনের নজরে পড়ে। এসময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন চাল জব্দ করেন এবং গোডাউনটি সিলগালা করেন। একই সাথে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন।

সেই সাথে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে তিন দিনের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়। গেল রবিবার দুটি কমিটি তাদের প্রতিবেদন জমা দেন। প্রতিবেদনে সঠিক নিয়মে চাল বিক্রি করা

হয়েছে এবং সাংসদ খোকন দোষি নয় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে জব্দকৃত চাল ক্রেতাকে তা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে চাল নিয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও সোস্যাল মিডিয়ায় নানা মন্তব্য প্রকাশ পায়। গত ১০ জুন জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক তার কার্যালয়ে সাংবাদিকদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করেন। তদন্ত টীম প্রকাশ্যে তদন্ত করা নিয়ে মন্তব্য করেন তিনি।

এ ছাড়াও এমপি খোকনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধী স্কুলে শিক্ষক নিয়োগসহ নানা দুর্ণীতির ফিরিস্তি তুলে ধরেন।

ক্ষমতাসীন দলের কয়েকজন জানান, দলীয় এমপি ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতির বরাদ্দ দেয়া চাল বিভিন্ন রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার কাজের জন্য প্রকল্প চেয়ারম্যানদের নামে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কোন অনিয়ম হলে তার দ্বায়ভার সংশ্লিষ্ট প্রকল্প চেয়ারম্যান গনের। এখানে এমপি খোকনের নাম জড়িয়ে মতোমবিনিময় সভা করাটা সমীচীন নয়। তাছাড়া মতো বিনিময় সভায় দুর্ণীতি তুলে ধরাটা কাদা ছোড়াছুড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে ক্ষমতাসীন দলের এক নেতা জানান, বিগত দিনেও প্রকল্প চেয়ারম্যানরা চাল বিক্রি করেছেন। তা নিয়ে কোন কথা হয়নি। এখন কেন এতো কথা ? রাজনীতিটা বংশ পরমপরায় হয় না। মতাদর্শ বাবা ছেলের এক নাও হতে পারে। খোকন ছাত্র জিবন থেকে আওয়ামীলীগ রাজ নীতিতে জড়িত। দলীয় লোকজন কাদা ছোড়াছুড়িতে মেতে উঠেছেন মাত্র। এটা এখনই পরিহার করে সকলে মিলেমিশে সরকারের কর্মকান্ডকে বেগমান করার দাবী গাংনী উপজেলাবাসীর।

অপরদিকে যাচাই বাছাই না করে সরকারের প্রশাসনিক কর্তা ব্যাক্তিরা চাল জব্দ করে গোডাউন সিলগালা করায় দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন বলে মন্তব্য করেন অনেকেই। চাল জব্দের সাথে জড়িত প্রশাসনের উচিৎ িেছেলা তাৎক্ষনিক ভাবে আইন জেনে মিডিয়াকে পরিস্কার করা।

এতে গাংনী রাজনীতি ও সরকারের উন্নয়নে চরম প্রভাব পড়েছে। চাল জদ্বের ঘটনায় সোস্যাল মিডিয়াতে ঝড় ওঠে। মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য কর্তৃক ডিও লেটারের মাধ্যমে ১৩ টি প্রকল্প পিআইসিদের মাঝে বরাদ্দ দেয়ায় তাকে নিয়ে অশ্লিল কথাবার্তা সহ মানহানিকর অনেক তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্তি ও বিভক্তি করার চেষ্টা করা হয়।

এবিষয়ে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন, সত্য চিরদিনই সত্য। সৎ ব্যক্তি কখনোই জুলুমে পড়েনা। সাময়িক ভাবে কিছুটা হয়রানী হলেও পরে তা ঠিক হয়ে যায়। তবে যারা বিভিন্ন ভাবে আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছেন তারা তাদের ভুলের মাশুল দেবেন।

বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে সফল চুয়াডাঙ্গার শিক্ষিত তরুণ শাওন জোয়ার্দ্দার

পুকুর বা খাল-বিলে নয়; আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরি করা ট্যাংকিতে মাছ চাষ হচ্ছে চুয়াডাঙ্গায়। নতুন এ পদ্ধতির নাম বায়োফ্লক। এতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কম খরচে অধিক মাছের উৎপাদন করা সম্ভব। ফলে দেশের পুষ্টি চাহিদার যোগান বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিকভাবেও লাভবান হচ্ছেন উদ্যোক্তারা।

বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে সফলতা পেয়েছেন চুয়াডাঙ্গার হাতিকাটা গ্রামের শিক্ষিত তরুণ শাওন জোয়ার্দ্দার। তরুণ উদ্যোক্তা শাওনের হাত ধরে চুয়াডাঙ্গা জেলায় এ পদ্ধতির মাছ চাষে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। অল্প জায়গায় বেশি পরিমাণে মূল্যবান মাছ চাষের ফলে অধিক লাভের আশা করছেন শাওন। তার সফলতা দেখে এলাকার অনেকেই এগিয়ে আসছে এ চাষে।

উদ্যোক্তা শাওন জোয়ার্দ্দার জানান, ঢাকায় বিবিএ পড়ার সময় ইউটিউবে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের ভিডিও দেখে আগ্রহ জন্মায় তার মনে। এর পর লেখাপড়ার পাশাপাশি বায়োফ্লক সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। গ্রহণ করেন প্রশিক্ষণ। তার নিজ গ্রামে শুরু করেন বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ।

শাওন আরো জানান, দেশীয় প্রজাতির শিং, কৈ, মাগুর, ট্যাংরা, পাবদাসহ বেশ কিছু মূল্যবান মাছের চাষ হচ্ছে বায়োফ্লক পদ্ধতিতে। এতে বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছের উৎপাদন আবারও বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। বাজারেও তুলনামূলক কম মূল্যেই পাওয়া যাচ্ছে এসব মাছ।

শাওনের পিতা মহসিন জোয়ার্দ্দার জানান, এক হাজার কেজি মাছ ধারণ ক্ষমতা সম্পন একটি ট্যাংকি প্রস্তুত করতে ব্যয় হয় ৩৫/৪০ হাজার টাকা। মাছের পোনাসহ আনুসঙ্গিক খরচ হয় আরো প্রায় ৫০ হাজার টাকা। কিন্তু একটি ট্যাংকি থেকে চার মাসে প্রায় এক লাখ টাকা লাভ করা সম্ভব। পরবর্তিতে যেহেতু ট্যাংকির খরচ লাগে না সে হিসাবে পরবর্তিতে লাভের পরিমাণ আরো বাড়ে।

শাওনের সহযোগি ফরহাদ জোয়ার্দ্দার জানান, শাওনের দেখাদেখি এলাকার অনেক তরুণ বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। ইতিমধ্যেই জেলার কয়েক তরুণ শাওনের সহযোগিতায় মাছ চাষ শুরু করেছেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. মোশাররফ হোসেন জানান, বায়োফ্লক পদ্ধতির মাছ চাষ দেশের পুষ্টি চাহিদায় অসামান্য অবদান রাখবে। একই সাথে শাওনের মতো তরুণ উদ্যোক্তাদের হাত ধরেই মাছ চাষে বিপ্লব আসবে বলে তাদের ধারণা। মৎস্য বিভাগ এ প্রকল্পে আগ্রহীদের সব ধরণের সহযোগিতার আশ^◌াসও দেন মৎস্য কর্মকর্তা।

গাংনীতে আজো শুরু হয়নি সরকারি ভাবে গম ক্রয়

মেহেরপুরের গাংনীতে নানা জটিলতার অজুহাতে আজো শুরু করা হয়নি সরকাররি ভাবে গম ক্রয়। এতে করে চাষিরা ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনেকেই প্রয়োজনে খোলা বাজারে গম বিক্রি করে দিয়েছেন। তবে সংশ্লিষ্ট দপ্তর বলছে অনতিবিলম্বে এ কার্যক্রম শুরু হবে।

জানা গেছে, গত ৬ মে এ উপজেলা গম ক্রয় শুরু হয়। ১৮৪৬ মেট্রিকটন লক্ষ্য মাত্রা গম ক্রয় শুরু করা হলেও মাত্র ১৩ টন গম ক্রয় করার পরপরই হঠাৎ ক্রয় কার্যক্রম স্থগিত করেন উপজেলা প্রশাসন। স্থানীয়ভাবে কৃষকদের তালিকা সংশোধন ও ত্রুটি রয়েছে বলে জনৈক আকরামুৃল হক একটি আবেদন করলে উপজেলা প্রশাসন গম ক্রয় বন্ধ রেখে তালিকা সংশোধনের জন্য কৃষি অফিসকে আদেশ দেন। প্রথম পর্যায়ে কৃষি

অফিস শুধু সরকারী গুদামে গম বিক্রি করতে আগ্রহী ২১৯৫ জনের তালিকা প্রদান করলেও পরবর্তীতে ৬০৪২ জনের তালিকা প্রস্তুত করে খাদ্য অফিসে প্রদান করা হয় পহেলা জুন।

গাংনী উপজেলা ওসিএলএসডি মতিয়ার রহমান জানান, কৃষি অফিস প্রথমে যে তালিকা প্রদান করে সে অনুযায়ি প্রতিজন কৃষকের কাছ থেকে সর্বোচ্চ তিন টন গম ক্রয় করা যাবে মর্মে গম ক্রয় শুরু করা হয়। কিন্তু একটি আবেদনের কারণে উপজেলা প্রশাসন গম ক্রয় বন্ধ রাখে। পরে কৃষি অফিস তালিকা সংশোধন করে পহেলা জুন অত্র অফিসে প্রেরণ করেন। তালিকা প্রস্তুত করতে দেরী হওয়ায় গম ক্রয় কার্যক্রম দেরিতে শুরু করতে হচ্ছে।

একটি সুত্র জানায়, প্রতি বছরই চাষিদের নামের তালিকা করতে দেরী হয় এবং গম ক্রয় করতেও বিলম্ব ঘটে। ফলে চাষিরা গম বাইরে বিক্রি করায় সরকারী গুদামে গম বিক্রি করতে পারে না। এতে করে চাষিদের কার্ডের বিপরীতে ব্যবসায়িরা গম বিক্রি করে। তাছাড়া স্থানীয় রাজনৈতিক দন্দের কারনেও গম ক্রয় দেরি হয় । ফলে যে সময় চাষিরা গম বিক্রি করে থাকেন তখন সরকারি ভাবে গম ক্রয় করা হয়না। স্থানীয় চাষীদের গম ফুরিয়ে যাবার পর গম ক্রয় শুরু হলে প্রকৃত গম চাষিরা গম বিক্রি থেকে বঞ্চিত হয় বলে জানান অনেকেই।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার কেএম সাহাবুদ্দীন আহমেদ জানান, প্রথমে যারা গম বিক্রিতে আগ্রহী শুধু তাদের নামটি তালিকা করে প্রদান করা হয়েছিল। পরে উপজেলা প্রশাসন থেকে সকল গম চাষির তালিকা দিতে বলা হলে নতুন করে তালিকা করা হয়। এজন্য একটু দেরী হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বাইরে বাজার দর আর সরকারী দর একই ফলে অনেকেই সরকারী গুদামে গম বিক্রির অপেক্ষা না করেই বাইরে গম বিক্রি করছে। এখন অনেক কৃষকেরই ঘরে গম নেই। করোনা পরিস্থিতির কারনে এবছর গম ক্রয় বিলম্ব হয়েছে বলে দাবী কৃষি অফিসের।

এদিকে উপজেলা প্রশাসন থেকে জানানো হয় ইতোমধ্যে লটারী করে কৃষক বাছাই করা হয়েছে। তাড়াতাড়িই শুরু করা হবে গম ক্রয়।

গাংনীতে এক রাতে কৃষকের আট টি সেচ পাম্প গায়েব

মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার বাঁশবাড়ীয়া ও শিশিরপাড়ার মাদিয়ার মাঠে থেকে গত বুধবার দিবাগত রাত্রে বাঁশবাড়ীয়া গ্রামে আট টি সেচ পাম্প চুরি হয়েছে।

চুরি হওয়া সেচ পাম্পের মধ্যে মৃত ফয়জদ্দীনের ছেলে মাছিন আলীর (২)টি, মৃত মোবারক ছেলে আসমত আলীর (১)টি, মৃত খয়রদ্দিনের ছেলে জমির আলীর (১)টি, রেজাউল হকের ছেলে ছানোয়ারের (১)টি, মৃত মোবারক ছেলে আরফিন আলীর (১)টি, ২নং ওয়ার্ড শিশিরপাড়া মৃত দাউদ মন্ডলের ছেলে মনিরুল ইসলামের (১)টি, আজিমদ্দিন ছেলে বাইদুল্লাহর (১)টি সর্বমোট ৮টি সেচ পাম্প।

গাংনী পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিজানুর রহমান (মদন) মেহেরপুর প্রতিদিন কে জানান, আমার ওয়ার্ডের ৫ জন কৃষকের ৬ টি মটর মাদিয়ার মাঠ থেকে চুরি হয়ে যায়। এই মাঠে প্রায় ১ হাজার বিঘা জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফসল আবাদ হয়। ৮টি মটর চুরির কারনে গরীব কৃষকরা দিশেহার হয়ে পড়েছে।

গাংনী পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মিজানুর রহমান মেহেরপুর প্রতিদিন কে জানান, প্রতিটি মটরের দাম ২৫ হাজার টাকা প্রায় ২ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে গরীব কৃষকদের।

এই সংবাদ লেখার সময় পর্যন্ত গাংনী থানায় কোন সাধরণ ডাইরি হয়নি।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় দুর্বৃত্তদের গাছের সঙ্গে

শত্রুতা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার হাওয়াখালী এলাকায় দুর্ব্ত্তৃ কর্তৃক শতাধিক গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ ব্যাপারে ভেড়ামারা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে গাছের মালিক। ভেড়ামারা বিলশুকা এলাকার মৃত কিতাব আলী প্রামানিকের ছেলে আবু বক্কার সিদ্দিকের লিখিত অভিযোগ ও থানা সুত্রে জানা গেছে, ভেড়ামারা-মাদিয়া সড়কের হাওখালি আখ সেন্টারের দক্ষিণ পাশে গতকাল মঙ্গলবার সন্ত্রাসীরা শতাধিক আম, লিচু ও মেহেগুনি গাছ কর্তন করেছে।

এছাড়াও সবজীর বাগানে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত করেছে। এত প্রায় ১ লাখ টাকা ক্ষতি সাধিত করেছে।

এ ব্যাপারে সুষ্ঠ তদন্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে।

মেহেরপুরে কৃষকের ধান কেটে দিলেন যুবলীগ

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির নির্দেশ অনুযায়ী সদর উপজেলা দক্ষিণ শালিকা গ্রামে কৃষকের ধান কেটে দিলেন যুবলীগ নেতাকর্মীরা।

গতকাল সামবার বিকালে দক্ষিণ শালিকা গ্রামে কৃষকের ১ বিঘা ধান কেটে দিলো যুবলীগ নেতা কর্মীরা।

জেলা যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক হিরন জানান, সব সময় সৎ কাজে নিয়োজিত থাকি। আমাদের এই কর্মসূচি করোনা মোকাবেলায় গরিব কৃষকরা ধান কাটতে পারছেনা তারই পরিপেক্ষিতে জনপ্রসাশন প্রতিমন্ত্রির নির্দেশে আমরা এই ধান কাটা কর্ম সূূূচি পালন করে যাচ্ছি।

তিনি আরও বলেন, এখন পর্যন্ত যারা ধান কাটতে পারেননি তারা আমাদের খবর দিলে আমরা তাদের পাশে দাড়াবো।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্র লীগের সধারণ সম্পাদক বায়েজিদ বোস্তামিজ, জেলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগের আহবায়ক রন্টু জোয়ার্দ্দার, যুুগ্ন আহবায়ক তারিকুল ইসলাম রাজিব, যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান মিজান, রাজু আহমে, লিটন, আজিম, রনি সহ দলীয় নেতা কর্মীরা।